46

দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ছাত্রছাত্রীরাও হরতাল-অসহযোগে ক্ষতিগ্রস্ত

রাজধানীতে দু'মাস পর স্কুল খুলেছে

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ দীর্ঘ দু'মাস পর রোববার ছাত্রছাত্রীরা নতুন বছরে প্রথম স্কুলের মুখ দেখেছে। ডিসেম্বরে বিরোধী-দলের কর্মসূচীর মধ্যে কোনও মতে স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করা হয়। অনেক স্কুল দু'শিফট ও শুক্রবারেও পরীক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। দীর্ঘ ও অব্যাহত হরতাল-অসহযোগ-অবরোধের কারণে ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি কিছুই ছিল না। দায়সারা গোছের পরীক্ষা তারা দিয়েছিল। রেজাল্টের পর হরতাল-অসহযোগ-অবরোধের দরুন এ পর্যন্ত অনেক স্কুলই নতুন বছরের ক্লাস শুরু করতে পারেনি। রোববার প্রথম ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। বিরোধীদলের অব্যাহত কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা নিয়ে অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় পড়েছে।

ভিকারুন্নেসা নুন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তাসমিল আলম মৌলির মা নীলুফার আলম ডেইজী উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন, এদেশে বোধহয় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার আর সুযোগ হবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে জাতির কি কল্যাণ বয়ে আনবেন রাজনীতিবিদরা তা আমরা বুঝতে পারি না। এটা একটা দেশকে-জাতিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, সমগ্র সাধারণ মানুষের আজ রুখে দাঁড়ানো উচিত। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ আমরা এভাবে নষ্ট করে দিতে পারি না।

হারকিউলিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রিন্সিপাল আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, একটা দেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ সর্বাগ্রে দেয়া হয়। একটা রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে এদেশে যা হচ্ছে তা সভ্য জগতে কল্পনার অতীত। জনগণকে জিম্মি রেখে, দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে ও সমগ্র অর্থনীতিকে পঙ্গু করে যে রাজনীতি চলছে তাকে আর যাই হোক জনগণের জন্য রাজনীতি বলা যায় না। তিনি বলেন, দেশের সকল সচেতন মানুষের এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত। দেশটা তো সকলের। কোনও গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়।